# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

## জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮


**তারিখ: ০২.০৬.২০২৫**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

### জলবদ্ধতা নিরসনে খাল-নালায় জলপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত।

চট্টগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে খাল ও নালার পানি স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার (২ জুন) বীর্জা খাল, মিয়াখাঁন নগর, দামপাড়া, ওয়াসা মোড়, জিসি মোড়, কাপাসগোলা, আগ্রাবাদ, বাকলিয়াসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।মেয়র বলেন, "চট্টগ্রামে টানা বৃষ্টির পরও নগরজুড়ে জলাবদ্ধতা না হওয়া একটি বড় সাফল্য। এই সাফল্যের পেছনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সেবা সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা রয়েছে। পরিকল্পিতভাবে কাজ চালিয়ে গেলে ভবিষ্যতেও নগরবাসী জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে সাময়িকভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু, খাল নালায় জলপ্রবাহ স্বাভাবিক থাকলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে না। তিনি আরও বলেন, আমাদের ইকুইপমেন্টস সংকট। খাল-নালা পরিস্কার কার্যক্রম চলমান রাখতে ইকুইপমেন্টস খুব দরকার। কারণ ১৬০০ কিলোমিটার এবং এই ৫৭টি খলকে ক্লিন রাখার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনাটাকে স্মুথ রাখার জন্য এটার কোন বিকল্প নেই। নগরীর কিছু নিচু জায়গায় পানি জমলেও তা দ্রুত নিষ্কাশন কার্যক্রম চলমান। ভারি বৃষ্টির সময়ও যদি আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আর জলাবদ্ধতা দেখা দেবে না। জলাবদ্ধতা নিরসনে ইতোমধ্যে সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ দল মাঠে কাজ করছে।তিনি আরও বলেন, "বীর্জাখাল পরিষ্কার কার্যক্রমের জন্য আমাদের সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল টিম আগামীকাল থেকে আবারও ক্লিনিং কার্যক্রম শুরু করবে। আমাদের পূর্ববর্তী প্রশাসন ২০২২ সালে ৩৯৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব করেছিল ৫৭টি খাল এবং ১৬০০ কিলোমিটার ড্রেন পরিষ্কারের জন্য যান বাহন ও মালামাল ক্রয়ের বিষয়ে। কিন্তু নানা কারণে প্রকল্পটির অগ্রগতি ছিল ধীর। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর বিষয়টি দ্রুত অগ্রসর করার চেষ্টা করছি। জলাবদ্ধতার মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু এলাকার নিম্নভূমি হওয়া এবং অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। এজন্য বিশেষ করে খাজা রোড, দামপাড়া, জিসি মোড় ও আশপাশের এলাকায় কাজ চলমান রয়েছে।"সিডিএ'র চলমান র‍্যাম্প কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা পুরোপুরি রাস্তার উন্নয়ন কাজ শুরু করতে পারছি না। তবে সেখানে ইতোমধ্যে পাম্প স্থাপন করা হয়েছে যাতে দ্রুত পানি নিষ্কাশন করা যায়," বলেন তিনি। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, মেয়রের জলাবদ্ধতা বিষয়ক উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদ, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

### বিকাল ৫টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য পরিষ্কারের লক্ষ্য চসিকের: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

ঈদুল আযহার দিন নগরীতে তৈরি হওয়া বর্জ্য ঈদের দিন বিকাল ৫টার মধ্যেই পরিষ্কার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। সোমবার দুপুরে চসিক কার্যালয়ে চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগের সঙ্গে প্রস্তুতি সভায় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন। সভায় চসিক মেয়রকে ঈদের দিনেই কোরবানির বর্জ্য সরিয়ে ফেলার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করা হয়। এ সময় মেয়র প্রকৌশল ও পরিচ্ছন্ন বিভাগকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে বলেন। মেয়র বলেন, "ঈদুল আযহা পবিত্র একটি দিন। আমরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরবানি করি। কোরবানির মাধ্যমে অন্তরের পাপ, অহংকার, হিংসা, হিংস্রতাকে কোরবানি দিই। সেই মানসিকতা থেকে নগরবাসীর সেবায় আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের টার্গেট, ঈদের দিন ৫টার মধ্যে পুরো নগরী পরিষ্কার করে একটি পরিচ্ছন্ন শহরে রূপান্তর করা।" চসিক মেয়র বলেন, আমরা ৬ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে অর্থ্যাৎ বিকাল পাঁচটার মধ্যে নগরী থেকে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করব। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রায় ৪ হাজার ২০০ কর্মী কাজ করবে। নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে মোট ৩৬৯টি গাড়ি বর্জ্য অপসারণে কাজ করবে। বর্জ্য অপসারণের জন্য ডাম্প ট্রাক, কম্পেক্টর, পে-লোডার কাজ করবে। পানির ভাউজার থাকবে রক্ত পরিষ্কার করার জন্য। কোন কর্মী অসুস্থ হলে জরুরি চিকিৎসাসেবা দেয়ার জন্য এম্বুলেন্সসহ মেডিকেল টিম প্রস্তুত থাকবে।
তিনি বলেন, কোরবানির চামড়া নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। নগরীর বাহিরের চামড়া নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ ছাড়া নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, "পশু জবাইয়ের আগে পানি পান করানো, জবাইয়ের স্থান পরিষ্কার রাখা এবং রক্ত-পানি ড্রেনে

পড়ে না যায় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এসব অনিয়ম দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে ও স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।"মেয়র আরও বলেন, "চামড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত লবণ ও ইকো-ফ্রেন্ডলি পলিথিন ব্যবহারের ব্যবস্থাও থাকবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে মনিটরিং টিম কাজ করবে।"পরিচ্ছন্নতা অভিযান তদারকির জন্য মেয়র নিজেই সেদিন সকালে মাঠে থাকবেন বলে জানান। এছাড়া নগর ভবনের দামপাড়ায় একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ (কন্ট্রোল রুম) খোলা থাকবে, যেখান থেকে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হবে। দুটি হটলাইন নম্বর ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা প্রমুখ।

## চট্টগ্রামে কোরবানির পশুর হাট উদ্বোধনকালে মেয়র: "নগরবাসীর স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নাগরিক দুর্ভোগ এড়াতে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতে সিটি কর্পোরেশন প্রস্তুত"

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, "কোরবানির পশুর হাট ঘিরে যাতে নগরবাসী কোনো ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বা দুর্ভোগে না পড়ে, সে বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে। হাট ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।"আজ সোমবার দুপুরে কর্ণফুলী গরু-ছাগলের হাট (ইলিয়াছ ব্রাদার্স মাঠ, নূর নগর হাউজিং সোসাইটি)–এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এমদাদুল হক বাদশা এবং সঞ্চালনায় ছিলেন নবাব খাঁন। মেয়র বলেন, "কোরবানির হাট পরিচালনায় স্বচ্ছতা, সুরক্ষা ও জনসেবার মান রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের হাট শুধু বেচাকেনার স্থান নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত। তাই এটি যেন পরিবেশবান্ধব ও নাগরিকবান্ধব হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।"
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শামসুল আলম, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান, মহানগর বিএনপির সদস্য আনোয়ার হোসেন লিপু, সাবেক কাউন্সিলর হাসান লিটন, চান্দগাঁও থানার অফিসার ইনচার্জ আফতাব উদ্দিন, বাজার ইজারাদার খোরশেদ আলম, মনজুরুল আলম, ইব্রাহীম বাচ্চু, গুলজার হোসেন, নুর মোহাম্মদ নুরু, রফিক সওদাগর, ও সাদ্দামুল হক সাদ্দাম।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮